বাংলা ছোটগল্প

মননে - সৃজনে

সম্পাদনা

ড. দেবব্রত গায়েন

সূচিপত্র

সত্যজিতের কচিকাঁচারা ১৩
ড. শাখী ঘোষ

প্রসঙ্গ বৈচিত্র্যময় নারী চরিত্র : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটগল্প ২০
ড. দেবব্রত গায়েন

সৈকত রক্ষিত : পুরুলিয়ার অচর্চিত বিচিত্র জীবনচরিতকার ২৯
ড. অরূপ পলমল

'কঙ্কাল' ছোটোগল্পে সমাজচিন্তা ৩৬
শংকরদেব মণ্ডল

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের 'আঁধারবৃত্ত' : মননে ও সৃজনে ৪২
অভিজিৎ সাহা

মহাকালের 'জলসাঘর'-এ ৪৯
ড. রুচিরা চন্দ

রবীন্দ্রনাথের 'নিশীথে' : অতিপ্রাকৃতের ৫৭
অভিনব রূপায়ন
সুব্রত রায়

বিভূতিভূষণের ছোটগল্প : বিশ শতকের আশাবাদের আরশি ৬৪
ড. চন্দনা চক্রবর্তী

সুবোধ ঘোষের "কৌন্তেয়" ঃ মহাভারতের নবনির্মাণ ৭২
গার্গী সরকার

প্রাগৈতিহাসিক : আদিম প্রবৃত্তিতাড়িত মানুষের গল্প ৭৮
বীরবল হাজরা

'ছোট গল্প ঃ নূতন রীতি'র গল্প পড়া ঃ 'জটায়ু' ৮১
দেবরাজ দেবনাথ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের ছোটোগল্পের সংলাপ : একটি সমীক্ষা ৮৯
পার্বতী দাস

মা ও মেয়ের নিষ্ঠুর চক্রান্তে 'ল্যাবরেটরি' ৯৬
আহম্মদ হোসেন মল্লিক

'কঙ্কাল' ছোটোগল্পে সমাজচিন্তা

শংকরদেব মণ্ডল

১২৯৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত 'কঙ্কাল' গল্পটির একটি অতিপ্রাকৃত আবেদন আছে। কিন্তু পাঠক-পাঠিকা কয়েকবার পড়ার সুবাদে গল্পটি তার অতিপ্রাকৃত আবেদন আর ধরে রাখতে পারে না। কারণ, তখন ভয় ভেঙে গিয়ে এই ছোটোগল্পটি যে ভাবনা প্রদান করে তাতে সমাজ-ইতিহাসের কাল-পরম্পরাগত বাস্তব জীবনসত্যকেই জাগিয়ে তোলে। প্রকৃতই একটি 'কঙ্কাল' সম্পর্কিত বাল্য-স্মৃতি গল্পটির উৎস হিসাবে কাজ করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি', সীতাদেবীর 'পুণ্যস্মৃতি' এবং প্রশান্তকুমার পাল রচিত 'রবিজীবনী' (প্রথম কণ্ড) গ্রন্থে এ ব্যাপারে তথ্য মেলে।

সঙ্গত কারণেই গল্পের আরম্ভে যে বিবৃতির সূত্রে লেখক গল্পের এলাকার মধ্যে প্রবেশ করেছেন ("আমরা তিন বাল্যসঙ্গী...অস্থিবিদ্যা পড়িতাম।" পৃষ্ঠা–৫৪)[১] সেখানে মানুষের কঙ্কালের উপস্থিতি.চমকিত করে। তখন তো কারো জানা ছিলো না যে কঙ্কালটি একটি ছাব্বিশ বছরের পূর্ণ যৌবনদীপ্ত অপরূপ সুন্দরী নারীর। অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার অচরিতার্থতার জন্য ক্ষোভে দুঃখে যার আত্মহনন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিলো। তারই কঙ্কালের দ্বারা অস্থিবিদ্যা শিক্ষা হচ্ছে, এ তার খুব অপছন্দ। কঙ্কালটি সম্পর্কে তার অশরীরী সত্তা বলছে,—

১। "আমি নিজে বেশ জানিতাম আমার মতো রূপসী এমন যেখানে-সেখানে পাওয়া যায় না।"পৃঃ-৫৫[২]

২। "বড়ো বড়ো টানা দুটি কালো চোখ ছিল এবং রাঙা ঠোঁটের উপরে (যে) মৃদু হাঁসিটুকু মাখানো ছিল" পৃঃ-৫৫[৩]

৩। "সেই কয়খানা দীর্ঘ শুষ্ক অস্থিখন্ডের উপর এল লালিত্য, এত লাবণ্য, যৌবনের এত কঠিন কোমল নিটোল পরিপূর্ণতা প্রতিদিন প্রস্ফূটিত হইয়া উঠিতেছিল তোমাকে তাহা বলিতে গেলে হাসিও পায় রাগও ধরে।" পৃঃ-৫৫[৪]

গল্পের মধ্যে এই রকমের অহংবোধ ও উষ্মা প্রকাশ পেয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ অস্থিবিদ্যা শিক্ষা করেছেন ১১ বছর বয়সে। ৩১ বছর বয়সে লেখা গল্পে কঙ্কাল সম্পর্কে লেখকের স্মৃতিটুকু হল,—

"তাহার পর বহুকাল অতীত হইয়াছে। ইতিমধ্যে সেই ঘর হইতে কঙ্কাল এবং আমাদের মাথা হইতে অস্থিবিদ্যা কোথায় স্থানান্তরিত হইয়াছে অন্বেষণ করিয়া জানা যায় না।" পৃষ্ঠা–৫৪[৫]